কানাডা

বরফ উৎসব ও সর্ববৃহৎ আইস রিঙ্ক

কখনো কখনো মানুষ প্রকৃতির কাছে সত্যি খুব অসহায়। কথায় আছে, প্রকৃতি কাউকে ক্ষমা করে না। এত যে ঝড়ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, মহামারী সবই হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। তবে উন্নত দেশগুলো তাদের সম্পদের জোরে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে সব সময়ই ব্যস্ত। কানাডার দীর্ঘস্থায়ী শীত এবং স্তূপাকৃত বরফকে ক্লান্তিকর না ভেবে এটাকে কিভাবে বিনোদনে রূপদান করা যায় সে প্রচেষ্টার কোনো অন্ত নেই। অটোয়াতে এখন চলছে বরফ উৎসব। চারদিকে সাজ সাজ রব। গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে 'স্নো স্কাল্পচার' প্রদর্শনী। বরফকে যেভাবে শিল্পে রূপ দেয়া হয়েছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আটোয়ার রিডুঁ সেন্টারের কাছে এই প্রদর্শনীতে বিশ্বের বড় বড় শিল্পীদের স্কাল্পচার প্রদর্শিত হচ্ছে। শিল্পীদের মধ্যে কানাডা ছাড়াও আমেরিকা, সুইডেন, জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্পীরা রয়েছে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠদের পুরস্কৃত করা হবে। অটোয়ার মধ্য দিয়ে বহমান রিডুঁ ক্যানেলে এখন চলছে 'আইস স্কেটিং'। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই আইস রিঙ্ক প্রায় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ। প্রতিদিন হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে স্কেটিং উৎসবে মেতে আছে। বিশ্বের বহু দেশ থেকে এসেছে উৎসাহীরা স্কেটিং করতে। এছাড়া আইস হকি নিয়েও মেতে আছে অনেকে। স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্কেটিং করতে। বাংলাদেশী বা অন্যান্য উষ্ণ দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা সত্যি আনন্দের।

অটোয়াতে চার হাজারের মতো বাঙালি বসবাস করে। বাংলাদেশীদের সন্তানরা স্কুলগুলোতে লেখাপড়ায় খুবই ভালো করছে। লেখাপড়ার বাইরে যেমন ছবি আঁকা, খেলাধুলা, গান-বাজনা ইত্যাদিতেও তারা পিছিয়ে নেই। স্তূপাকৃত বরফের মধ্যে যখন বাংলাদেশের শিশুরা আনন্দে গা ডুবিয়ে খেলা করে তখন মনটা সত্যি আনন্দে নেচে ওঠে।

Jasim- mallik@hotmail.com

স্ব দে শ ভা ব না

ফারুক মজুমদার বেলিংস ব্রিজ মলে একটি সোনার দোকানের মালিক। ছাত্রাবস্থায় এসেছিলেন এ দেশে। পড়াশুনা থেমে গিয়েছিল মাঝপথেই। তারপর কিছুদিন উদ্দাম জীবনে মেতে রইলেন। হঠাৎ পরিচয় হলো হংকংয়ের মেয়ে ডেইজি অংয়ের সঙ্গে। তারপরই ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করলো। ডেইজির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে দশ বছর। দুটো ছেলে-মেয়েও রয়েছে। দু'জনে মিলে ব্যবসা চালায়। ভালো আছে ওরা। আগামী মাসে ডেইজিকে নিয়ে চৌদ্দ বছর পর দেশে যাচ্ছে ফারুক। খুবই উত্তেজিত সে। তবে হরতাল, ছিনতাই, ডাকাতির খবরে খুব চিন্তিত বটে। তবুও দেশ বলে কথা।

আমি নিজেও কখনো ভাবিনি প্রবাসী হবো। আগে ভাবতাম মানুষ কেন দেশ থেকে পালায়? এখন বুঝতে পারি দেশ থেকে পালানোর একশ' একটা যুক্তি আছে। তার পরও বিদেশ মানে বিদেশই। মনটা তো পড়ে থাকে হাজার মাইল দূরে, যেখানে কারো মা, কারো স্ত্রী, কারো বা বোন প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর চোখের জলে হয় নদী।

জাপান

কুয়েতে ঈদের দিনে

কুয়েতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীরা মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ আনন্দ উৎসব 'ঈদুল আজহা' পালন করেছে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ঈদের আগের দিন। প্রতি বছরের মতো সৌদি আরবের সময়ের সঙ্গে এক রেখে এই কুয়েতেও পবিত্র

রাষ্ট্রদূত ও ঈদের অতিথি

দিনগুলো উদ্‌যাপন করা হয়। সব বাংলাদেশী প্রবাসী আনন্দের মধ্য দিয়ে ঈদুল আজহা পালন করে। কোনো কোনো প্রবাসী কোরবানিও দিয়ে থাকে। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে কুয়েতে সরকারি ছুটি থাকে। এই লম্বা ছুটিতে কুয়েত সিটিতে বসবাসকারী সব বাংলাদেশী ভাইদের বসে মিলন সভা। ছোট-বড় সব পার্কগুলো থাকে পরিপূর্ণ। ঈদের নামাজের পরই শুরু হয় বাংলাদেশে প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলার জন্য টেলিফোন করার হিড়িক। মা-বাবা, স্ত্রীসহ প্রিয়জনদের সঙ্গে টেলিফোনে ঈদ মোবারক জানানোর জন্য টেলিফোন দোকানগুলোতে থাকে লম্বা লাইন এবং কেউ কেউ নিজের মোবাইল থেকেও টেলিফোন করে প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলে।

কুয়েতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন পবিত্র ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠানমালা তৈরি করে। বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল সায়ীদ আহমেদের (বীর প্রতীক) আমন্ত্রণে সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনগণ রাষ্ট্রদূতের বাড়ির হলরুমে জমায়েত হয়। দুপুরের পর থেকে হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী মান্যবর রাষ্ট্রদূতের বাড়ির সামনে জমায়েত হতে থাকে। বিরাট হলরুম কানায় কানায় পরিপূর্ণ। রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল সায়ীদ আহমেদ তার নিজ বাড়ি উন্মুক্ত করে দেন সর্বস্তরের জনগণের জন্য। এখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, যুবদলসহ অঙ্গ সংগঠন, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, সামাজিক সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূত সব নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শাপলা সাংস্কৃতিক সংসদ কুয়েত রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল সায়ীদ আহমেদকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস সাঈদ আহম্মেদ।

রাষ্ট্রদূত শাপলা সাংস্কৃতিক সংসদের সব কর্মকর্তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তিনি নিজ বাসভবনের হলরুমে সর্বস্তরের বিরাট জনগণের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। ঈদের দিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবন সবার মিলন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ধন্যবাদ রাষ্ট্রদূত!

Mrs. Lucky Babul
Post Box No. 26565
Safat-13126, Kuwait

ইটালি

প্রবাসীদের স্বজন ও সময় জ্ঞান

প্রতিটা মুহূর্ত অনিশ্চিত ভুবনে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি। আমরা মরিয়া হয়ে অর্থনৈতিকে গতিশীল করার জন্য দিনে ২০/২২ ঘন্টা থেকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেলেও স্বদেশের স্বজনরা বোঝেন কী? স্বজনরা জানেন কি আমাদের সময়ের মূল্য কতটা। প্রতিটা নিঃশ্বাস ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ফেলতে হয়। সময়ের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয় অর্থের অপচয়। উল্লিখিত কথাগুলো অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে লিখছি। আমরা মৃত্যুকে মূল্যহীন মনে করে এগিয়ে যাচ্ছি আর আমাদের স্বজনরা নিশ্চিত ভুবন মনে করে নিরাপদ ভাবনায় আমাদের অর্ঘকে ব্যয় করে শুধু সুখ বিলাসের জন্য, কোনো গঠনমূলক কাজের জন্য নয়। প্রিয় পাঠক, আমি মাঝে মাঝে মর্মাহত হই আপনজনের কর্মকান্ডে। আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বজনেরা প্রবাসে থাকি। তাদের অনেকের বাড়িতেই ফোন নেই বিধায় যোগাযোগটা মূলত নির্ভর করতে হয় পার্শ্ববর্তী টেলিফোনওয়ালা বাড়ির ওপর অথবা ব্যবসায়ী কোনো টেলিফোনের ওপর। সুতরাং আগে ফোন করে সময় দিতে হয় আমাদের সময় মতো থাকার জন্য। কিন্তু প্রায় সময়ই দেখা যায় সঠিক সময় থাকতে বলার পরও সময় মতো ফোন করে দেখা যায় সঠিক সময় কেউ উপস্থিত হন না। স্বজনরা হয়তো স্বদেশের মতোই ভাবে প্রবাসেও বুঝি নয়টার গাড়ি কয়টায় ছাড়ে! এটা কি দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে না। আর আমাদের যে সময় ও অর্থের অপচয় হলো এর মূল্য কে দেবেন। তাহলে ভাববো কি তাদের কাছে অর্থ পাওয়াটাই বড় কথা। দায়িত্ব পালন করাটা মোটেও দায়িত্ব নয়। আমার এ লেখায় অনেকেই হয়তো আহত হতে পারেন। তারপরও যদি যুক্তিহীন কিছু লিখে থাকি তাহলে আমার ভুল আপনাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

Farid
Vill-Sereno, Traversa-16/17
25125-Brescia, Italy

সিঙ্গাপুর

নিয়ম ছাড়া দেশ চলবে না

প্রবাস জীবন খুব কষ্টের। এখানে একা থাকতে হয়। সারা দিন কাজ করে রাতে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া, তারপর ঘুম। প্রতিদিন একই নিয়ম। তারপরও আমার কাছে ভালো লাগে এখানকার আইন। এখানকার আইন এতো সুন্দর এবং ভালো তা বলার মতো নয়। এখানে কোনো মারামারি, সন্ত্রাস বলতে কিছু নেই। কেউ কারো সঙ্গে বেয়াদবি করে না। আর এদেশের পুলিশ হলো প্রকৃত জনগণের বন্ধু। আর আমাদের দেশের পুলিশ হলো প্রকৃত জনগণের শত্রু। এতো সুন্দর একটা দেশে বাস করেও এবং কাজ করে আমাদের চরিত্র এবং জীবনকে সুন্দর করতে পারলাম না। এটা আমাদের জন্য চরম অপমান। এ দেশের ট্রাফিক আইন এতো সুন্দর যে, কোনো ট্রাফিক পুলিশকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না গাড়ি থামানোর জন্য। তারপর রবিবার এলে আমরা এ দেশের ট্রাফিক আইন মানি না তার জন্য এ দেশের লোক/পুলিশ আমাদের ছোট ভাবে। কিন্তু ভাবলে কি হবে আমাদের দেশে তো এর জন্য কোনো শিক্ষা দেয়া হয় না। যদি দেয়া হয় তাহলে আমাদের দেশের সুনাম মর্যাদা বাড়তো। আর আমরা দেশ থেকে যেমন মারামারি, সন্ত্রাস করি আর বিদেশে এসে তার পরিবর্তন হয় না। এখানে এসে টাউট, বাটপারি, মারামরি সব করি। একজনের সঙ্গে আরেকজন প্রতারণা করে। কারণ একটা দেশ থেকে ভালো না হলে বিদেশ এসে ভালো হওয়া যায় না। তার জন্য দেশের বদনাম হয়। দেশ হয় অন্য দেশের কাছে ছোট। আমাদের দেশের রাজনীতি হয় কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। কিন্তু দেশ কিভাবে ভালো হবে তার দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। দেশ রসাতলে যাক সেটা তারা ভাবে না, কিন্তু নিজেদের আখের গোছানোর জন্য ব্যস্ত। দেশ ভালো হলে জাতি ভালো হবে। জাতি ভালো হলে দল ভালো হবে এটাই নিয়ম। যা হোক এতোদূর গিয়ে আমাদের লাভ হবে না। আমাদের চরিত্র ভালো না হলে কোনো সরকার ভালো হবে না। আগে আমাদের ভালো হতে হবে, তারপর সব ভালো হবে। কারণ খারাপ দিকে গেলে আমাদের কষ্ট হবে। এখন থেকে আশা করবো দেশ যদি ভালো হয় এবং শিক্ষা দেয় তাহলে বিদেশের মাটিতে আমাদের সুনাম বাড়বে।

Roni, 10A Roberts Lane
Singapore 218289, Singapore.

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।-

বিভাগীয় সম্পাদক

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

দক্ষিণ কোরিয়া

মাকে মনে পড়ে

মা! একাক্ষরের এই শব্দটি কতই না মধুর! আদর, স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা মাখা মায়ের সেই মুখখানা কতদিন হয় দেখি না। তাই মাকে খুব বেশি মনে পড়ে। প্রবাসে কেউ মাকে নিয়ে আসেনি, তাই মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত। মনির খান গেয়েছিলেন, 'দূর প্রবাসে থাকি মাগো বড় একা, একা, স্বপ্নে ছাড়া যায় না মাগো, একটু তোমায় দেখা'। প্রবাসে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, কিন্তু মাকে স্বপ্নে ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। দূরে আছি বলে কি এতো বেশি মনে পড়ে? দেশে থাকতে তো কখনো এমন হয়নি! এখানে তো মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা পাওয়া যায় না। পাই শুধু অবহেলা আর ঘৃণা। কারণ, আমরা অর্থাভাবে কাজ করি ওদের দেশে। ওরা বোঝে শুধু কাজ আর কাজ। পৃথিবীর সব মায়ের কথা জানি না, তবে আমার দেশের মায়ের মায়া-মমতা আকাশের মত বিশাল। মনে হয় এখানে একা বসে সন্তানের কোনো বিপদ হলে মা হাজার মাইল দূরে হলেও তা বুঝতে পারেন। সব মা-ই চায় তার সন্তান যেন ভালো থাকে, সুখে থাকে। প্রবাস থেকে আমাদেরও আশা সব মা-ই যেন শান্তিতে থাকে।

Saiful Islam, Inchon, Daegoke dong, S.Korea, e-mail. Ful52003@yahoo.com

কুয়েত

প্রবাসীর কষ্ট দেশে ও বিদেশে

দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। পাসপোর্টে লেখা তারিখ অনুযায়ী ১ ফেব্রুয়ারি আমার জন্মদিন। বয়সের হিসাবে পূর্ণ হতে যাচ্ছে ৩৪টি বছর। আর প্রতিবারের মতো এবারও সহকর্মীদের আবদার জন্মদিনের পার্টি। সিনিয়র হিসেবে নানা অজুহাতে প্রায়ই ওদের ভিন্ন ভিন্ন আবদার থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন জানি এই প্রথমবার খুব টেনশনে পড়ে গেলাম। কারো কোনো আবদার আর রক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না। দেখতে দেখতে বারোটি বছর কেটে গেলো প্রবাসে। বারোটি বছর আগে যেমন একা ছিলাম, এখনো তেমনি একাই রয়ে গেলাম। বাড়ি-গাড়ি সবই হলো, হলো না শুধু সংসার। 'বিয়ে করো, সংসারী হও, ফিরে এসো দেশে' -মায়ের এ কথাটা বারবার মনে পড়ছে। মা-বাবা দু'জনেরই বয়স হয়েছে। এই মুহূর্তে তাদের এই আবদার রক্ষা করা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে হলেও বাস্তবতার মুখোমুখি আমি বড় অসহায়। প্রিয় জন্মভূমির টানে দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে সবাই এক দিন দেশে ফেরার স্বপ্নে বিভোর থাকে। কিন্তু দেশে এসে ক'জনই বা ভালো থাকতে পারছে? হাজারো সমস্যায় জর্জরিত দেশে ফেরা সবাই আবার প্রবাসী হতে চায়। ডিসেম্বরে এক মাসের ছুটিতে দেশে এসে এমনই বেশ ক'জনার বাড়ি গিয়েছিলাম তাদের কুশলাদি জানতে। আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি না থাকলেও তাদের কষ্ট আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেশে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা থাকলেও প্রবাস ফেরত বাংলাদেশীরা এসব থেকে বঞ্চিত। উপরন্তু তাদের ওপর থাকে বাড়তি খরচের বিশাল খড়্গ। কারণ, ওরা বিদেশী, প্রচুর ডলার নিয়ে দেশে ফিরেছে। এয়ারপোর্টের কাস্টমস ও ভিক্ষুক থেকে শুরু করে বাড়ির গেট পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে ডলারের আবদার থাকে। শুধু তাই নয়, দেশে থাকাকালীন প্রতিটি কাজে প্রবাসী পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের চেয়ে আবদারটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। একে তো ঘুষ তাও আবার দ্বিগুণ। রাগে-দুঃখে কোনো রকম কাজ শেষ করে, বুকভরা কষ্ট নিয়ে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে আবারও ফিরে আসতে হয় ভিনদেশে বিদেশীদের গোলামি করতে। এভাবে আর কতো দিন চলবে? ২০০০-এ দেশের, সমাজের প্রতিটি অব্যবস্থা, অনিয়ম, নিয়ম নিয়ে লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে, একাধিকবার সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নিয়ে। শাহাদত চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ ২০০০-এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কলমী লড়াই করে যাচ্ছে বাংলাদেশকে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, কোরিয়া কিংবা জাপান বানাতে। কিন্তু যে পর্যন্ত আমাদের দেশে একজন কোরাজন একুইনো থাকসিন সিনা কিংবা একজন মাহাথিরের জন্ম না হয়, সে পর্যন্ত আমাদের শুধু অপেক্ষা করতে হবে এবং আশায় থাকতে হবে কবে আসবে সেই সুদিন। প্রার্থনা করি স্বপ্নের সেই সুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকুক শাহাদত ভাই এবং তাঁর দল। কারণ, প্রবাসে আপনাদের লেখাই আমাদের কষ্ট ও দুঃখ অনেকখানি লাঘব করে, দেশের প্রতি কর্তব্য ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। মনে হয় দেশেও লড়াই চলছে, চলছে দেশটাকে বাঁচানোর লড়াই।

জাকির হোসেন রাসেল, **Post Box No. 8598, 22056, Salmiya, Kuwait, Email:zakirkuwait@hotmail.com**